OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 35 - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মৎস্যপুরাণের আলোকে বাস্তুশাস্ত্র : প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যার রূপরেখা

পারমিতা ঘোষ
ডক্টরাল রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রডাঙ্গাল, বোলপুর, বীরভূম
Email ID: paromitathakur1984@gmail.com

ড. দীপঙ্কর সালুই
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রডাঙ্গাল, বোলপুর, বীরভূম

ড. অভিজিৎ মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেক ফর ওমেন, কলকাতা, এবং
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রডাঙ্গাল, বোলপুর, বীরভূম

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Purāṇic Literature, Matsyapurāṇa, Scientific Thought, Branches of Science, Bāstuśāstra, Architecture, Cosmological Perspective and Environmental Aspects.

Abstract
The Matsyapurāṇa is one of the most diverse and significant works of ancient Purāṇic literature. Centered on the Matsya (fish) avatār of Lord Viṣṇu, this Purāṇa contains accounts of the dialogue between Manu and the Fish, the description of creation, philosophical inquiries, Manvantaras, various rituals, and descriptions of India's famous royal dynasties. Amidst these Purāṇic discussions, one can observe a blend of logical, evidence-based, and realistic scientific perspectives. Among the Mahāpurāṇas, the analysis of the origin and expansion of various scientific branches is particularly noteworthy.

One such renowned scientific branch is Bāstuśāstra (Architecture). A fundamental tenet of Indian science is viewing the material world through the lens of spiritual consciousness—where a building is not merely a place of residence but a miniature reflection of the cosmos. Architecture is not just about bricks and stones; it is a proven applied science. This essay analyzes the thematic discussions of Indian Bāstuśāstra through several perspectives: Philosophical and Cosmic, Perspective, Geographical and Geological Perspective, Astronomical Perspective, Architectural Aspects.

The history of Indian Bāstuśāstra began with Vedic literature and later found a prominent presence in the Purāṇas. The philosophical or religious background of these ancient texts highlights the true nature of Indian scientific

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

practice. Above all, according to the Samarāṅgana Sūtradhāra, 'Bāstu' refers to land or a place that is habitable and where architectural construction follows natural and cosmic laws. The objective of this writing is to highlight the fascinating continuous discourse of this field in the light of the Matsyapurāṇa.

Discussion

ভূমিকা : চারটি বেদ সর্বজনবিদিত। একইভাবে বেদের চারটি উপবেদও আছে। ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ এবং অর্থববেদের উপবেদ স্থাপত্যবেদ। প্রাচীন শাস্ত্রকার ও বিদ্বানদের মতে বাস্তুশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যাগুলির চর্চা বহুলাংশে কমে গেছে। তবুও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানবৃক্ষের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে বিবেচিত অর্থববেদের উপবেদ স্থাপত্যবেদ চর্চার বিষয় হয়েছে এবং বহু গ্রন্থে এই সংক্রান্ত বহু আলোচনা সংরক্ষিত আছে।

সেই রকম বহু গ্রন্থের মধ্যে জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ হল মহান রাজাধিরাজ ভোজদেব রচিত 'সমরাঙ্গণসূত্রধার'। এই গ্রন্থে 'প্রাসাদ' শব্দ দ্বারা দেবতার মন্দির বা দেবালয়কেই বোঝানো হয়েছে। 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' গ্রন্থ মতে বাস্তুশাস্ত্র নামক শাস্ত্রে মূলত বাস্তুর অর্থাৎ গৃহ নির্মাণের বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, তক্ষক বা নির্মাণকার্যের কৌশল, এবং প্রধানত প্রতিমা-বিজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বাস্তুশাস্ত্র শুধু গৃহনির্মাণের নিয়ম নয়; বরং তার সাথে অতোপ্রতোভাবে সম্পর্কিত শিল্পকলা, স্থাপত্যশাস্ত্র ও নির্মাণকৌশলও।

অন্যদিকে, অধ্যাপক ড. ডি. এন শুক্লা তাঁর 'Vastu Sastra: Hindu Science of Architecture' গ্রন্থে বলেছেন, সংস্কৃত শব্দ 'বাস্তু'-র মূল নির্যাস হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনা এবং সৃষ্টি একসাথে চললেই সুশৃঙ্খল সমাজ এবং আইনানুগ, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনধারা বিকশিত হয়।

ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মৌলিক গঠনকার্যে পুরাণের অবদান গভীর ও সুদূরপ্রসারী। পুরাণগুলির অন্তর্গত মৎস্যপুরাণের অংশীদারী অস্বীকার করা যায় না। পুরাণগুলির রচয়িতা কোনো একক ব্যক্তি না হওয়ায় পুরাণ রচনার সময় সম্ভাবনার উপর এসে দাঁড়ায়। যাই হোক মৎস্যপুরাণের তারিখ সম্পর্কে পন্ডিতগণের দ্বারা উপলব্ধ প্রমাণ থেকে কেবল অনুমান করা যায় এই পুরাণের সম্ভাব্য সময় চতুর্থ শতাব্দীর অন্তর্গত। বৈদিক চিন্তন এবং পরবর্তীকালের পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে এই পুরাণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাই প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র ও স্থাপত্যবিদ্যার মধ্যে দিয়ে স্থিতিশীল সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় মৎস্যপুরাণের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্যপুরাণের প্রায় বেশ কিছু অধ্যায়ে বাস্তুশাস্ত্রের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। মৎসপুরাণে আলোচিত বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কিত অধ্যায় কয়েকটি হল- বাস্তুভূতোদ্ভব, বাস্তুনির্ণয়, গৃহমান নির্ণয়, শল্যাদি কথন ও দিক নির্ণয়, প্রতিমা লক্ষণ, মন্ডপলক্ষণাদি কথন, বাস্তুদোষোপশম ইত্যাদি।

১. দার্শনিক ও মহাজাগতিক প্রেক্ষিত : ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার দার্শনিক এবং মহাজাগতিক ভিত্তি অত্যন্ত গভীর। ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হল - "যথা ব্রহ্মান্ডে তথা পিন্ডে" এই মহাবাক্য বৈদিক দর্শনের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন - অর্থববেদের ১০। ৭। ৪৪ তম স্কম্ভ সূক্তে এই ধারণার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে মানুষের শরীর হল ব্রহ্মের আবাস। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮। ১। ৩ মন্ত্রে ঐ ধারণার আরো স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। যেখানে বলা আছে এই বাইরের মহাকাশ যতটুকু বিস্তৃত, হৃদয়ের ভেতরের আকাশ ততটাই বিস্তৃত। এইটি উপরোক্ত মহাবাক্যের সবথেকে শক্তিশালী বৈদিক প্রমাণ। এই বিশাল মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে, তার প্রতিফলন আমাদের স্থূল শরীরে বা বাসগৃহে থাকা উচিৎ।

ভারতীয় স্থাপত্য শাস্ত্রের মূল ভিত্তি হল 'বাস্তু-পুরুষ-বাদ'। মহাবিশ্বের শক্তির সাথে মানুষের আবাসের এক আধ্যাত্মিক সংযোগ। বাস্তু-পুরুষ-মন্ডল হল ভারতীয় স্থাপত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক নকশা। মহাজাগতিক ভাবে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সমগ্র সৃষ্টি একটি পরিকল্পিত একক। এটি একটি সর্বজনীন দিক যা জীবন ও আচরণের সেই মৌলিক সত্যগুলোকে সমর্থন করে। মৎসপুরাণে সেই ধারণার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। তবে মৎসপুরাণের বাস্তু-সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতেই ১৮ জন আদি প্রাচার্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন— ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দীশ, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি।

"ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দর।।
ব্রহ্মা কুমারোঅবষ্টম্ভি নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র বৃহসপতী।।
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ।"[১]

২. বাস্তুপুরুষের উৎপত্তির কাহিনী : এরপর ২৫৩ তম অধ্যায়ে বাস্তুপুরুষের উৎপত্তির চমকপ্রদ কাহিনীর মাধ্যমে স্থাপত্যবিদ্যার মহাজাগতিক ভিত্তির উপলব্ধি হয়। ভয়ঙ্কর অন্ধকাসুর দমনে পরিশ্রান্ত শূলীর ললাটপ্রসূত স্বেদজল পৃথিবীতে পতিত হলে করালবদন প্রাণীর সৃষ্টি হয়। কঠিন মানসে তপস্যারত সেই অদ্ভুত প্রাণী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করায় মহাদেবের বরে সর্বশক্তিশালী সেই প্রাণী ত্রিভুবন অবরোধ করে। ভীত দেব-অসুর-দানবগণ ব্রহ্মা ও শূলীর কৃপায় তাকে চারিদিকে অবষ্টম্ভিত করে ও আক্রান্ত হয়ে সেখানেই থেকে যায়। দেবতাগণের বাসহেতু তাই 'বাস্তু' পদবাচ্য বলে বিবেচিত। অধোমুখে অবষ্টম্ভিত প্রাণীটি দেবগণের কৃপায় বলিপ্রদত্ত বস্তু আহাররূপে গ্রহণ করতে লাগল ও হৃষ্ট হল এবং শুরু হল সম্যক শান্তিকামনায় বাস্তুযাগের অনুষ্ঠান।

সরল কাহিনী অবলম্বনে ঐশ্বরিক মহাজাগতিক সত্ত্বা যার দেহ বাস্তুশাস্ত্রে সমস্ত স্থাপত্যের নকশা তৈরী করে। একটি স্থানের প্রতীক হিসাবে প্রাকৃতিক উপাদানশক্তির সাথে কাঠামোগুলিকে সারিবদ্ধ করে এবং পরিবেশে ইতিবাচক শক্তিপ্রবাহ নিশ্চিত করে। সেই সত্ত্বা 'বাস্তুপুরুষ' নামে আখ্যায়িত।

"ললাটস্বেদসলিলমপতদ্ ভূবি ভীষণম্।
করালবদনং তস্মাদ্ ভূতমুদ্ভূতমুল্বণম্।।"[২]

পুনরায় বাস্তুযাগ এবং বাস্তুপুরুষের মধ্যকার সম্পর্কটি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার আরো একটি গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। এটি মূলতঃ বাস্তুপুরুষ নামক জীবন্ত সত্ত্বা ও তার শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মেলবন্ধনের বিষয় বলা যেতে পারে। মৎসপুরাণে বাস্তুপুরুষের উৎপত্তির আলোচনার পর শুদ্ধিকরণ ও তুষ্টিকরণের জন্য বাস্তুযাগের কথা বলা আছে। বাসস্থানের শক্তিকে সর্বজনীন প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, ইতিবাচক কম্পনের জন্য বৈদিক মন্ত্র ও নৈবেদ্যের মাধ্যমে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ আহ্বান করার জন্য ও সর্বান্তে আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য বাস্তুযাগের প্রয়োজণীয়তা আখ্যয়িত হয়েছে। যাগের মাধ্যমে জড় গৃহ বা ভূমিতে বাস্তুপুরুষের রূপক 'প্রাণ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাস্তুপুরুষ তুষ্ট থাকলে গৃহকর্তার শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। বাস্তুযাগ ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ডকে (বাস্তু) বৃহত্তর ব্রহ্মান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।

"বাস্তুযজ্ঞঃ স্মৃতস্তস্মাত্ ততঃ প্রভৃতি শান্তয়ে।"[৩]

৩. জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রেক্ষিত : বাস্তুশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। 'সমরাঙ্গনসূত্রধার' গ্রন্থে 'আয়াদি-নির্ণয়' নামক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় ভরপুর। 'আয়াদি' পারিভাষিক শব্দে 'ষড়বর্গ' নামে পরিচিত যা প্রধানত ছয়টি সূত্রের একটি গোষ্ঠী। সেগুলি হল - আয়-ব্যয়-যোনি-নক্ষত্র-বার-তিথি প্রভৃতি। আবার ডি. কে. আর মেননের প্রসিদ্ধ রচনা 'Six Canons of Indian Architecture' গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যের ছয়টি অনুশশাসনের উল্লেখ করেছেন। বাস্তুশাস্ত্রের কারিগরি চর্চায় ভবনের আয়তন এবং অভিমুখ যাতে মহাজাগতিক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা যাচাই করার জন্য এই ছয়টি সূত্র ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়ে বিখ্যাত জ্যোতির্বজ্ঞানী বরাহমিহির বাস্তুশাস্ত্রকে ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। ভবন নির্মাণের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাজ শুধুমাত্র শুভ নক্ষত্রেই শুরু করা যেতে পারে। বাস্তু-পুরুষ-মণ্ডলের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কয়েকটি দিক হল - এই মন্ডলী অনুসরণে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার সাথে প্রকৃতির উপাদানগুলোর একাত্মতা তৈরী হয়, মণ্ডলী অনুযায়ী গৃহনির্মাণে শক্তির প্রবাহ সুশৃঙ্খল থাকে, বাস্তুমন্ডলীর প্রতিটি ভাগে নির্দিষ্ট দেবতারা অধিষ্ঠিত হওয়ায় সঠিক উপচারে ও স্থানে পূজা করলে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব থেকে ঘর সুরক্ষিত থাকে। অধ্যাপক স্টেলা ক্র্যামরিশ তাঁর গ্রন্থ 'The Hindu Temple' Vol. I -এ এই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যোগসূত্রটি খুব দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন মানুষের সৃজনশীল কর্মকান্ডের উপর নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি মূলতঃ বাস্তুপুরুষমন্ডলের উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কটি ব্যখ্যা করেছেন। এই কাঠামোটি মহাজাগতিক শক্তি অনুসারে স্থানকে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক বস্তুর প্রভাব অর্থাৎ জ্যোতির্শাস্ত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করে। সমরাঙ্গন-সূত্রধার গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় জ্যোতির্বিদ্যা-জ্যোতিষশাস্ত্র এবং গণিতের জ্ঞান একজন স্থপতির জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম এবং সেইসাথে স্থাপত্যবিজ্ঞানের মূল উপাদান।

মৎস্যপুরাণের বাস্তুচক্রনির্ণয় নামক অধ্যায়টিতে বৎসরের কোন সময়ে গৃহনির্মাণ শুভফলদায়ক হবে, তাই পর্যালোচিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে বাস্তুশাস্ত্রের সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীর সম্পর্কের আলোচনা পাওয়া যায়। গৃহারম্ভে সময়ের তারতম্যে গৃহবাসী ফলাফলের তারতম্যতা বিষয়ে এখানে বলা আছে - চৈত্রে গৃহারম্ভে ব্যাধগ্রস্থতা ও বৈশাখে ধেনু-রত্ন লাভ হয়। জ্যৈষ্ঠ্য ও শ্রাবণ মাসে গৃহারম্ভে গৃহস্বামীর মৃত্যু ও আষাঢ়ে ভৃতরত্ন ও গোপশুপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরী হয়। ভাদ্র ও কার্ত্তিকমাসে সম্যক হানি ও আশ্বিনে পত্নীনাশ হয়। অগ্রাহয়ণ ও পৌষমাসে অন্নকষ্ট ও তস্করভয় ঘটে। তবে মাঘে ও ফাল্গুনে যথাক্রমে বহুবিধ লাভ, সুবর্ণ ও পুত্রলাভ হয়।

"চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধেনু-রত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যং তথৈব চ।।
আষাঢ়ে ভৃত্য-রত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে ভৃত্যলাভন্তু হানিং ভাদ্রপদে তথা।।
পত্নীনাশোঽশ্বিনে বিন্দ্যাৎ কার্ত্তিকে ধনধান্যকম্।।"[৪]

এছাড়া কালের শুভাশুভের বিচারে গৃহারম্ভের প্রসঙ্গে নক্ষত্রের বিচারে গৃহনির্মাণের কাল ধার্য ও তার ফলাফলের বিষয়ে বলা আছে - সদা-সর্বদা অশ্বিনী-রোহিণী মূলা, উত্তর ভাদ্র পদ ও উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, মৃগশিরা আদি নক্ষত্রগুলি প্রশস্ত হওয়ায় গৃহারম্ভে শুভ তথা রবি ও মঙ্গলবার ভিন্ন সকল দিবস শুভ হওয়ায় মৎসপুরাণে যথার্থ বলে বিবেচিত, পক্ষান্তরে, এখানে ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কম্ভ, গণ্ড, পরিঘ, আর বজ্র ইত্যাদি নক্ষত্রযোগগুলি গৃহারম্ভের জন্য অশুভ বলে বিবেচিত।

৪. ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি : ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বাস্তুশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সমরাঙ্গণ সূত্রধার গ্রন্থে একটি নগর, দেশ, ভবনের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার জন্য শুধুমাত্র সেই ভূমির ভূ-সংস্থান তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞানকেই অপরিহার্য তথা একমাত্র শর্ত হিসেবে বিবেচনা না করে, সমগ্র মহাবিশ্বের জ্ঞানকে অপরিহার্য মনে করে। এই গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ে ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক আলোচনা আছে। সেই তথ্যের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্থাপত্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক বা ভূপ্রাকৃতিক পরিমাপকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। এছাড়া মাটির অবস্থা পরীক্ষা, মাটির গুণাগুণ যাচাই, স্থানের পরিমাপ প্রভৃতি স্থাপত্য পরিকল্পনার অন্যতম প্রাথমিক ভিত্তি। স্থাপত্যকে ফলিত-ভূতত্ত্ব বলার কারণ হল - স্থাপত্য কেবল শৈল্পিক নকশা নয়, বরং মাটির জৈবিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তবেই সেখানে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এটি স্থাপত্যের ফলিত ভূতত্ত্বের প্রয়োগিক দিক। মৎস্যপুরাণে ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে যে আলোচনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল—

৪.১. বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে ভূমিচয়ন : সামাজিক বর্ণভেদে ও ভূমির স্বাদ ও গন্ধ পরীক্ষার মাধ্যমে ভূমিচয়নের আলোচনা মৎসপুরাণে আছে। প্রাচীন সমৃদ্ধ এই শাস্ত্রটিতে মৃত্তিকার গুণাগুণ বিচারের জন্য যা নির্দেশ আছে তা হল - মধুর স্বাদযুক্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রেষ্ঠ মৃত্তিকা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য, কটু স্বাদযুক্ত মৃত্তিকা ক্ষত্রিয় বর্ণদের জন্য, তিক্ত স্বাদযুক্ত মৃত্তিকা বৈশ্য বর্ণদের জন্য এবং শূদ্রদের জন্য কষায় স্বাদযুক্ত ভূমি উত্তম নির্মাণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এছাড়া, ভূমি পরীক্ষার জন্য মুষ্টিবদ্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত্য একহাত গর্তে খনিত মৃত্তিকা দ্বারা তা পূরণ করার সময় যদি মত্তিকা অবশিষ্ট থেকে গেলে সেই ভূমিতে গৃহাদি নির্মাণে শ্রী বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, কমে গেলে হানি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

আবার, নির্বাচিত ভূমি নির্মাণোপযোগী কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ভূমি কর্ষণের পর সবরকম বীজ বপনের জন্য ঐ জমিতে ফেলে লক্ষ্য করতে হবে তিনদিনের মধ্যে ঐ ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হলে তা উত্তম বর্গের, পাঁচদিনে অঙ্কুরিত হলে মধ্যমবর্গের আর সাতদিনে হলে তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে বিবেচিত হবে।

৪.২. বাস্তুপ্রকরণে গৃহ-নির্মাণবিধি ও গৃহনির্মাণে কাষ্ঠ আহরণের সময়কাল : মৎসপুরাণে ২৫৬তম অধ্যায়ে মূলত গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি আলোচিত হয়েছে। যার মধ্যে ভূমির গুণাগুণ ও দিক নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি। গৃহনির্মাণের জন্য উত্তর দিকে ঢালু বা সমান্তরাল ভূমি পরীক্ষা করে নির্বাচিত ভূমির চর্তুদিকে কিছুটা অংশ ছেড়ে নির্মাণকার্যের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ। ভূভাগের দক্ষিণাংশে ভবন নির্মাণে নিষেধ আছে। সুতরাং বামদিক গৃহনির্মাণে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

"তস্য প্রদেশাশ্চত্বারস্তথোৎসর্গোঽগ্রতঃ শুভঃ।
পৃষ্ঠতঃপৃষ্ঠভাগস্তু সব্যাবর্তঃ প্রশস্যতে।।"[৫]

৪.৩. গৃহের বিভিন্ন প্রকার ও নগরায়ন : মৎসপুরাণে চতুঃশাল, ত্রিশাল, দ্বিশাল এবং একশালযুক্ত ভবনের পর্যালোচনা আছে যা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যার উন্নত শ্রেণীবিন্যাসকে নির্দেশ করে সেইসঙ্গে বর্তমান সময়ে নগরগুলিতে BHK (Bedroom, Hall, Kitchen) ধারণাগুলির উৎস রূপেও এই চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৫. দ্বি-ত্রি ও চতুর্শালযুক্ত ভবনের নির্মাণ ও তার ফলাফল : নির্মীয়মান ভবনের মঙ্গলময় ফলাফলের জন্য চারটি কক্ষ বা দালান, প্রবেশদ্বার, এবং বারান্দাযুক্ত আবাসিক গঠন নির্মাণ করণীয়, যাকে 'সর্বতোভদ্র' বলা হয়। এছাড়া গঠনের তারতম্যে মূলতঃ দ্বারের সংখ্যার অনুপস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার চতুঃশালযুক্ত নির্মাণেরহ বর্ণনা পাওয়া যায়—

পশ্চিম দ্বারহীন 'নন্দাবর্ত', দক্ষিণদ্বারহীন 'বর্ধমান', পূর্বদ্বারহীন 'স্বস্তিক', সবশেষে উত্তর দ্বারহীন 'রূচক'। উত্তর দিশায় কক্ষবিহীন ত্রিশালগৃহ 'ধান্যক' নামে পরিচিত; ধান্যক শ্রেণীযুক্ত ত্রিশাল আবাসিক গৃহে বসবাসের ফলে জীবন কল্যাণকর ও প্রবৃদ্ধিদায়ক হয়ে ওঠে।

"মবৃদ্ধিকরং নৃণাং বহুপুত্রফলপ্রদম্।"[৬]

পূর্ব দিশায় শালাহীন ত্রিশালগৃহ 'সুক্ষেত্র' নামে পরিচিত; এই বিশিষ্ট গৃহে বসবাসের ফলে জীবনে ধন, যশ, আয়ু বৃদ্ধি করে এবং শোক ও মোহের বিনাশক হয়।

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শোকমোহবিনাশনম্।"[৭]

দক্ষিণ দিশায় কক্ষবিহীন গৃহ 'বিশাল' পদবাচ্য। দক্ষিণ দিশাহীন গৃহ অশুভ বলে গণ্য হয় কারণ এটি কুলক্ষয় করে এবং ব্যাধি বা ভয় প্রসব করে।

"কুলক্ষয়করং নৃণাং সর্বব্যাধিভয়াবহম্।"[৮]

তবে পশ্চিম দিশাহীন কক্ষবিহীন গৃহ সর্বদা বর্জনীয়; কারণ এটি বন্ধু ও পুত্রনাশক তথা নানান ভয়ের কারণ হতে পারে। এই প্রকার গৃহ 'পক্ষঘ্ন' পদবাচ্য।

দ্বিশালযুক্ত গৃহের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিশায় কক্ষ থাকলে তা 'ধনধান্যপ্রদ' নামে পরিচিত, তা অত্যন্ত শুভ ও ধনধান্যদায়ক হয়। কল্যাণবর্ধক এই গৃহ পুত্রপ্রদও হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পশ্চিম ও উত্তর দিশায় কক্ষবিশিষ্ট 'যমসূর্য' পদবাচ্য দ্বিশাল গৃহ অত্যন্ত অশুভ কারণ তা ভয়ের নিমিত্ত হয় তথা বংশের বিনাশ সাধন করে।

মধ্যম শ্রেণীর ফলদায়ক পূর্ব ও উত্তর দিশায় কক্ষবিশিষ্ট গৃহ 'দণ্ড' নামাঙ্কিত, যা অকালমৃত্যু তথা শত্রুভয়ের কারণ হয়।

এছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিশায় কক্ষযুক্ত দ্বিশাল গৃহ যা 'ধন' পদবাচ্য, এমন গৃহে বসবাসকারী মানুষের জীবনে শস্ত্র থেকে পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই যায়।

পূর্ব ও পশ্চিম দিশাযুক্ত গৃহ 'চুল্লী' নামে পরিচিত যা দ্বিশাল গৃহ গৃহবাসীদের জন্য ভয়দায়ক হয়।

৬. বাস্তুশাস্ত্রের স্থাপত্যগত দিক : সবশেষে, বাস্তুশাস্ত্রে স্থাপত্যিক দিক একটি গভীর ও সুসংগঠিত ধারণা, যেখানে প্রকৃতি, দিকনির্দেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে এক সুন্দর সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। সেইরূপ অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য বিন্যাসও বাস্তুশাস্ত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সঠিক স্থাপত্য বিন্যাস দৈনন্দিন কার্যকলাপ, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বজায় রাখে যার ফলে মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এই ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মৎস্যপুরাণের আলোচ্য অংশে—

৬.১. রাজপ্রাসাদের গঠনমূলক মাপকাঠি : মৎস্যপুরাণে রাজপ্রাসাদের গঠনমূলক পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে কিছু নির্দিষ্ট মাপকাঠি ও স্থাপত্যবিদ্যার গাণিতিক অনুপাতগুলির বিবরণ পাওয়া যায়, তা সুস্পষ্ট রূপে নির্মাণের ভারসাম্য এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা যায়।

রাজপ্রাসাদের বিস্তার ১০৮ হাত থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ ৮ হাত করে কমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সুতরাং গাণিতিক পরিমাপে মধ্যে ১০৮ দৈর্ঘ্যযুক্ত রাজভবন উত্তম শ্রেণীর মনে করা হয়।

"অষ্টোত্তরং হস্তশতং বিস্তরশ্চোত্তমো মতঃ।"[৯]

৬.১.১. যুবরাজ : ৮০ হাত থেকে শুরু করে ৬ হাত করে কমে পুনরায় যুবরাজ ভবন ৫ ভাগে বিভক্ত। গাণিতিক বিচারে এই ভবনগুলোর দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী। ৮০ হাত প্রস্থযুক্ত ভবন উত্তম শ্রেণীর বলে বিবেচিত হওয়ায় যুবরাজের জন্য সবচেয়ে ভালো বলে গণ্য হয়।

"ষড়ভিঃ ষড়ভিস্তথাশীতির্হীয়তে তত্র বিস্তরাৎ।"[১০]

৬.১.২. সেনাপতি : সেনাপতির প্রধান ভবনের প্রস্থ ৬৪ হাত দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করে পুনরায় অন্যান্যগুলোর প্রস্থ ৬ হাত করে কমে মোট পাঁচ ধরনের সেনাপতি ভবনের উল্লেখ অধ্যায়ে আছে। পঞ্চম প্রকারের দৈর্ঘ্য প্রস্থের এক ষষ্ঠাংশের বেশী হওয়া উচিৎ।

"ত্রংশেন চাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে।"[১১]

৬.১.৩. মন্ত্রীবর্গের ভবন : মহাপুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মন্ত্রীদের প্রধান ভবনের প্রস্থ ৬০ হাত এবং অন্যান্যগুলোর প্রস্থ ৪ হাত করে কমে পুনরায় পাঁচপ্রকারের ভবন হবে। উপরিউক্ত ভবনগুলোর মতো শ্রেষ্ঠ ভবনের প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্যে ৬০ আর দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের এক-অষ্টমাংশের বেশী।

"চতুশ্চতুর্ভির্হীনা স্যাৎ করষষ্টিঃ প্রবিস্তরে।"[১২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬.১.৪. সামন্ত-অমাত্যবর্গ : রাজপ্রাসাদের অমাত্যবর্গের বাসগৃহের মাপকাঠি বিষয়ে নির্দেশ আছে তাঁদের প্রধান ভবনের প্রস্থ হতে হবে ৪৮ হাত এবং অন্যান্য ৪টি বাসগৃহের প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্য প্রতি ৪ হাত কম। এছাড়া এই ভবনগুলোর দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় সোয়া গুণ বেশী।

"অষ্টাংশেনাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে।"[১৩]

উপরিউক্ত স্থাপত্যসংক্রান্ত প্রাচীন গাণিতিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলে এই ধরনের নিখুঁত সুসজ্জিত গণনার অন্তরালে কী কী কারণ রয়েছে। ইতিমধ্যে আলোচিত গানিতিক মাপকাঠিগুলির বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে যে সম্ভাবনামূলক কারণগুলি উঠে আসছে সেগুলি হল—

৬.২. রাজভবনের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের সামাজিক ও পদমর্যাদার প্রতিবিম্ব : বর্তমান সময়েও ভারতের সরকারী জনসেবকদের বাসস্থানের আকার সরাসরি সেই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক ও প্রশাসনিক পদমর্যাদার গুরুত্ব বহন করে। লক্ষ্য করলে অবগত হওয়া যাবে যে প্রত্যেকটি ভবনের মাপ ক্রমান্বয়ে কমানো হত যাতে সমাজে কোন রাজ কর্মচারীর অবস্থান কোথায়, তা আকার-আয়তন দেখেই বোঝা যায়।

৬.৩. শৃঙ্খলা রক্ষা : প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর এইরূপ পরিমাপ নিঃসন্দেহে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে। অনুমান করা যেতে পারে একজন সামন্ত বা মন্ত্রী যেন ইচ্ছা করলেই রাজার প্রাসাদের থেকে বড় বা সমান পরিমাপের প্রাসাদ তৈরী করতে না পারে তাই গাণিতিক সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া।

৬.৪. কর্মদক্ষতা ও মনোস্তাত্ত্বিক প্রভাব : পুনরায় অনুমান করা যেতে পারে পদের তুলনায় বড় আয়তনের ঘরে নিয়মিত বসবাসে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক স্থিতির অবনতি ঘটে আবার পদের তুলনায় ছোট আয়তনের ঘরে নিয়মিত বসবাসে হীনমন্যতা তৈরী হয়। তাই সম্ভবত প্রশাসনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ কর্মচারীদের মানসিক স্থিরতা জরুরি ছিল।

৬.৫. বাস্তুবিষয়ক বেধ বা স্তম্ভনির্মাণের বিবরণ : আলোচ্য অধ্যায়টি স্তম্ভের নির্মাণশৈলী এবং বাড়ির প্রবেশদ্বারের অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে বলা আছে ঘরের মোট উচ্চতাকে ৭ দিয়ে গুণ করে তার ৮০ ভাগের ১ ভাগ হবে স্তম্ভের পুরুত্ব।

পুনরায় কোণের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে স্তম্ভকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে বলে বোঝা যায়। স্থিতিশীলতার প্রতীক চারকোণবিশিষ্ট স্তম্ভকে 'রূচক', আটকোণযুক্ত স্তম্ভকে 'বজ্র', ষোলকোণবিশিষ্ট স্তম্ভকে 'দ্বিবজ্র', তথা বত্রিশকোণবিশিষ্ট স্তম্ভকে 'প্রতীলক' বলা হয়।

স্তম্ভের নিম্নাংশের পরিমাপের জন্য বলা আছে, স্তম্ভের বেধকে ৯ দিয়ে গুণ করে তাকে ৮০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। আলোচ্য সূক্ষ্ম হিসাবগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে স্তম্ভগুলি যেন যথেষ্ট মজবুত হয় এবং তা যেন অবশ্যই ভারবহনে সক্ষম হয়। তার উপর নির্ভর করে পরিমাপগুলি নির্দিষ্ট করা হত।

"অশীত্যংশঃ পৃথুত্বে স্যাদগ্রে নবগুণে সতি।"[১৪]

৭. দ্বার-বেধ ও তার কুফল : ২৫৫তম অধ্যায়ে দ্বার-বেধ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। দ্বার-বেধ অর্থাৎ বাড়ির প্রধান দরজার ঠিক সামনে বা তার সোজাসুজি কিছু বস্তু থাকলে তা অশুভ প্রভাব ফেলে। বাস্তুশাস্ত্রানুযায়ী তা ইতিবাচক শক্তির চলাচলে বাধা দেয়।

মৎসপুরাণে বাসগৃহের ডান দিকে প্রবেশদ্বার নির্মাণ করবার নির্দেশ দেওয়া আছে, প্রবেশদ্বারের পূর্ব দিশায় ইন্দ্র ও জয়ন্তদ্বারের অবস্থান শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় থাকে। এই অধ্যায়ে কথিত কুফলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল নিম্নরূপ—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাধার কারণ গাছ, কুয়ো, নর্দমা বা জলপ্রবাহ ও স্তম্ভ হলে তার কুফল যথাক্রমে কুলক্ষয়, পারিবারিক দ্বেষ, স্নায়বিক সমস্যার আশঙ্কা, মানসিক ব্যথা আর স্ত্রী-ক্লেশ লক্ষ্য করা যায়।

বাড়ির প্রধান দরজা সবসময় অন্য সব দরজার চেয়ে বড় এবং আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। মনে করা হয় প্রধান দরজা নিকৃষ্ট মানের হয়, তবে তা অশুভ বলে গণ্য হয়।

৮. সঠিক দিশায় বৃক্ষরোপণ ও তার ফলাফল : বাড়ির চারপাশের কোন দিকে কোন গাছ লাগানো শুভ, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বদিশায় বটগাছ শুভ এবং তাতে সকলপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, দক্ষিণে যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ বাড়িতে থাকলে তা অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হয়। এছাড়া, পশ্চিমে অশ্বত্থ গাছ সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করে ও উত্তর পাকুড় গাছ মঙ্গলদায়ক হয়।

"ভবনস্য বটঃ পূর্ব্বে দিগভাগে সাবর্বকামিকঃ।
উদুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণ্যাং পিপ্পলঃ শুভঃ।।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতাস্ত্বসিদ্ধয়ে।
কণ্টকী ক্ষীরবৃক্ষশ্চ অসনঃ সফলো ক্রমঃ।।"[১৫]

৯. বর্জনীয় বৃক্ষ ও তার ফলাফল : পুনরায়, বাড়ির চারপাশের কোন দিকে কোন গাছ লাগানো অশুভ, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে পাওয়া যায়। যেমন, আবাসিক গৃহের কাছে যদি কাঁটাযুক্ত বা দুধ নিঃসরণকারী বৃক্ষ থাকলে তা স্ত্রী ও সন্তানের হানি হয়। এছাড়া যদি কোনো কারণবশতঃ এই গাছগুলি কাটা সম্ভব না হয় তবে কিছু শুভ ফলদায়ক বৃক্ষ যেমন অশোক, মৌলসিরী, চামেলী আদি রোপন করা উচিৎ।

উপসংহার : মৎসপুরাণে আলোচিত বাস্তুশাস্ত্র কেবল স্থাপত্যবিদ্যা নয়, বরং পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক চেতনার মেলবন্ধন। বাস্তুশাস্ত্র এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানশাখাকে বিষয়ের উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে মৎস্যপুরাণের আলোকে আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে। চতুর্দশ সহস্র শ্লোকযুক্ত এই পুরাণে সৃষ্টির উৎপত্তি, প্রলয়, দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প ইত্যাদি আলোচনার মধ্যে স্থাপত্য উপবেদ হিসাবে গণ্য বাস্তুশাস্ত্র ও তার সামগ্রিক ধারণা মৎস্যপুরাণের মাধ্যমে যেভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে তা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তুলে ধরা গেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও আলোচনার মাধ্যমে যা উপলব্ধ করা যায় তা হল যে প্রাচীন ভারতের বাস্তুশাস্ত্র কেবলমাত্র নির্মাণকার্যের নিয়মবিধি ছিল না, এটি স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার এক অদ্বিতীয় সংযোজন।

Reference:

১. মৎসপুরাণ ২৫২, ২-৩
২. মৎসপুরাণ ২৫২, ৬
৩. মৎসপুরাণ ২৫২, ১১
৪. মৎসপুরাণ ২৫৩, ১-৪
৫. মৎসপুরাণ ২৫৬, ৩
৬. মৎসপুরাণ ২৫৪, ৫
৭. মৎসপুরাণ ২৫৪, ৬
৮. মৎসপুরাণ ২৫৪, ৭
৯. মৎসপুরাণ ২৫৪, ১৫
১০. মৎসপুরাণ ২৫৪, ১৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 35 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১. মৎসপুরাণ ২৫৪, ১৮
১২. মৎসপুরাণ ২৫৪, ২০
১৩. মৎসপুরাণ ২৫৪, ২১
১৪. মৎসপুরাণ ২৫৫, ২
১৫. মৎসপুরাণ ২৫৫, ২০-২১